

"হরতে কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলরিসন্তরণ উপনষিদ নকল

তাহলে এখন অনকে বঐ঑ণব রা বলতহে য়ে, "হরতে কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলরিসন্তরণ উপনষিদ নকল কনি তা়র কমে়ন করে বুল্লনে?

উত্তর:□ বদেশাস্ত্রে কোনো মন্ত্রের উপদশে থাকলে সেই মন্ত্রের ঋষিকে, ছন্দ কি, দবেতা কে, শক্তি বীজ কি এগুলির উল্লেখ থাকে সর্বদা।

কলরিসন্তরণ উপনষিদ নামের য়ে গ্রন্থে "হরতে কৃষ্ণ" নামক শ্লোক রয়েছে, সখোনে এই "হরতে রাম হরতে কৃষ্ণ" শ্লোকের দবেতা কে? ঋষিকে? ছন্দ কি? তা ঐ গ্রন্থে উল্লেখ নেই। এর থেকে পরষিকার করহে নিশ্চিতি হওয়া যায়. য়ে ঐ কলরিসন্তরণ উপনষিদ নামের য়ে পুস্তকে "হরতে কৃষ্ণ" - উল্লেখ আছে তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কোনো বঐ঑ণব পুরাণে ঐ "হরতে কৃষ্ণ হরতে রাম" কে শব্দপ্রমাণ সহ সমর্থন কথা হয়নি। এমনকি বঐ঑ণবপুরাণগুলির কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত নেই "হরতে কৃষ্ণ" - শ্লোকের, কলরি মহামন্ত্র হওয়া তো দূরের কথা।

অথচ শবিমহাপুরাণ থেকে শুরু করে সমস্ত শাস্ত্রে যজুর্বেদের ১৬নং অধ্যায়ের ৪১নং মন্ত্র "নমঃ শবিায়." কে কলয়িগরে মহামন্ত্র বলা হয়েছে।

মহা পাশুপত পরম্পরার গুরুপরম্পরাগত মান্যতা অনুসারেও নমঃ শবিায়. মহামন্ত্রকে কলয়িগরে একমাত্র মুক্তরি পথ বলে মান্য করা হয়।

নমঃ শবিায়. মহামন্ত্রের ঋষি ছন্দ দবেতা উল্লেখ রয়েছে শাস্ত্রে তা প্রকৃত কলরিসন্তরণ উপনষিদে।

এরই সাথে কবৈল্য উপনষিদেও বলা হয়েছে শতরুদ্রযি. পাঠ করলে পরমগতলাভ হয়। আর ঐ শতরুদ্রযি. সূক্তেরে মধ্যহেই নমঃ শবিায়. মহামন্ত্র রয়েছে।

কিন্তু কলয়িগরে প্রভাবে ঐ সত্য বলিপ্তরি পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাই আমরা ঐ কলরিসন্তরণ উপনষিদ কে তুলে ধরা জন্য় উদ্যোগ নেবো।